



122339 - যবে ব্যক্তিকনে খতীবকে বভিরান্তরি দকি অথবা বদিআতরে দকি আহ্বান করতে শুনসে কী করবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমাদরে স্থানীয় ইমাম মানুষকে কতপিয় বদিআতরে দকি আহ্বান করনে। কছি দ্বীনদার ভাই দললি-প্রমাণসহ এ ব্যাপারে তাঁকে সাবধান করছনে। কনিতু এখন পর্যন্ত তিনি এ বদিআতগুলোর পক্ষে অটল অবস্থানে রয়ছনে। যদি জানা যায় যে, আজকরে খোতবায় খতীবসাহবে বদিআতরে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবনে যমেন- মলিাদ, শবে বরাত, ইত্যাদি সক্ষেত্রে আপনারা কি এ পরামর্শ দবিনে যে, সে ব্যক্তি জুমার খোতবা শুনতে যাবে না। কটে যদি মসজদি গিয়ে শুনতে পায় যে, খতীবসাহবে বদিআতরে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করছনে তখন সে ব্যক্তির করণীয় কী? সে কী খোতবার মাঝখানে উঠে বাড়ীতে এসে যোহররে নামায আদায় করবে? অন্যথায় সে কী করবে? এ ধরণরে খোতবা শুনায় হাজরি থাকলে ব্যক্তি কি গুনাহগার হবে? কারণ কছি ভাই নসহিত করার পরও খতীবসাহবে তাঁর দৃষ্টিভিঙগরি উপর অটল অবস্থানে রয়ছনে। কটে যদি খোতবার মধ্যে দুর্বল ও বানয়োটি হাদসি উল্লেখ করে তার ক্ষত্রেও কি একই হুকুম প্রযোজ্য? আল্লাহ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিন দিনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যে ব্যক্তির এলাকার মসজদি কোন বদিআতপন্থী ইমাম ইমামত করনে: তার বদিআত হয়তো কুফরি বদিআত হবে অথবা সাধারণ কোন বদিআত হবে। যদি কুফরি বদিআত হয় তাহলে ঐ ইমামরে পছিনে সাধারণ নামায কিংবা জুমার নামায কোনটা পড়া জায়যে হবে না। আর যদি ইসলাম থেকে খারজি করে দিয়ে এমন কোন বদিআত না হয় তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী- তার পছিনে জুমা পড়া ও জামাতে নামায পড়া জায়যে। এ হুকুমটা এত বেশি প্রচার পয়েছে যে, এটা এখন সুন্যাহ অনুসারীদের নিদর্শনে পরিণিত হয়ছে। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, যদি কটে এমন ইমামরে পছিনে নামায আদায় করে ফলে তাহলে তাকে সে নামায শোধরতে হবে না। এ বিষয়ক নীতি হছে- “যে ব্যক্তির নিজরে নামায শুদ্ধ; সে ব্যক্তির ইমামতও শুদ্ধ”।

আর যদি সেই বদিআতী ইমামকে বাদ দিয়ে অন্য কোন ইমামরে পছিনে নামায পড়ার সুযোগ থাকে তাহলে সটাই করতে হবে। বিশেষতঃ আলমে শরণী ও তালবিলু ইলমকে সটো করতে হবে। তা করা সৎকাজরে আদশে ও অসৎ কাজরে নষিধে তুল্য।

কিন্তু এ ইমামের পছিনে নামায বর্জন করতে গিয়ে ঘরে নামায পড়া জামাতযুক্ত নামাযের ক্ষেত্রে জায়গে নই। সুতরাং জুমার ক্ষেত্রে জায়গে না হওয়া আরও বেশী যুক্তযুক্ত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: যদি মোকতাদা জানে যে, ইমাম বদিআতি, বদিআতের দিকে আহ্বান করে অথবা এমন ফাসকে (কবরি-গুনাহগার) যার মধ্যে গুনাহর আলামত প্রকাশ্য এবং সেই-ই নির্ধারণিত ইমাম; নামায পড়লে তার পছিনেই পড়তে হবে যমেন- জুমার ইমাম, ঈদরে ইমাম, আরাফাতে হজ্জরে নামাযের ইমাম ইত্যাদি এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলমেরে অভিমত হচ্ছে- মোকতাদাকে তার পছিনেই নামায আদায় করতে হবে। এটি ইমাম আহমাদ, ইমাম শাফয়ী, ইমাম আবু হানফি ও অন্যান্য আলমেরে অভিমত। এ কারণে আলমেগণ আকদির কতিব লেখনে যে, ইমাম নকেকার হোক কিংবা পাপাচারী হোক তিনি ইমামের পছিনে জুমার নামায ও ঈদরে নামায আদায় করেন। অনুরূপভাবে এলাকাতে যদি শুধু একজন ইমাম থাকে তাহলে তার পছিনেই জামাতে নামাযগুলো আদায় করতে হবে। কেননা জামাতে নামায আদায় করা, একাকী নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম; এমনকি ইমাম ফাসকে (কবরি-গুনাহলেপিত) হলও। এটি অধিকাংশ আলমে: আহমাদ ইবনে হাম্বল, শাফয়ী ও অন্যান্যদের অভিমত। বরং ইমাম আহমাদের প্রকাশ্য অভিমত হচ্ছে- জামাতে নামায আদায় করা ফরজে আইন। ইমাম ফাসকে হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি জুমার নামায ও জামাতে নামায পড়ে না সে ইমাম আহমাদ ও আহলে সুন্নাহর অন্যান্য ইমামের মতে- বদিআতী; আব্দুস, ইবনে মালকে ও আততারের 'রসিলা' তে এভাবে এসছে। সঠিক মতানুযায়ী: সে ব্যক্তি নামায পড়ে নবি; তাকে এ নামাযকে পুনরায় আদায় করতে হবে না। কারণ সাহাবায়েরে জুমার নামায, জামাতে নামায ফাসকে ইমামদের পছিনেও আদায় করছেন; তাঁরা তাদের পছিনে আদায়কৃত নামায পুনরায় আদায় করতেন না। যমেন- ইবনে উমর হাজ্জাজের পছিনে নামায পড়তেন। ইবনে মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবী ওয়ালদি ইবনে উকবার পছিনে নামায পড়তেন। ওয়ালদি বনি উকবা মদ্যপ ছিল। একবার ফজরের নামায চার রাকাত পড়িয়েছে। এরপর বলল: আরো বাড়ব নাকি? তখন ইবনে মাসউদ বললেন: আজ তো আপনি বেশী পড়িয়েছেন! এরপর তাঁরা তার বিরুদ্ধে ওসমান (রাঃ) এর নিকট অভিযোগ করেন।

সহিহ বুখারিতে এসছে- ওসমান (রাঃ) যখন অবরুদ্ধ হলেন এবং জনকৈ লোক এগিয়ে গিয়ে নামাযের ইমামত করল তখন এক ব্যক্তি ওসমান (রাঃ) কে প্রশ্ন করল: নঃসন্দহে আপনি সর্বসাধারণের ইমাম। আর যে ব্যক্তি এগিয়ে এসে ইমামত করল সে ফতিনার ইমাম। তখন ওসমান (রাঃ) বললেন: ভাতসিপুত্র শুন, নামায হচ্ছে- ব্যক্তির সবচেয়ে উত্তম কাজ। যদি লোকেরো ঠিকভাবে নামায আদায় করে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। আর যদি তারা মন্দ আচরণ করে তাদের সে মন্দ আচরণকে এড়িয়ে চল। এ ধরণেরে বাণী অনেক আছে।

ফাসকে বা বদিআতীর নামায সহিহ। অতএব, মোকতাদা যদি তার পছিনে নামায পড়ে তাহলে তার নামায বাতলি হবে না। তবে, যারা বদিআতের পছিনে নামায পড়াকে মাকরুহ বলছেন তারা দিক থেকে বলছেন: সৎ কাজের আদর্শে ও অসৎ কাজেরে নষিধে ওয়াজবি। যে ব্যক্তি প্রকাশ্য বদিআত করে তাকে ইমাম হিসেবে নির্ধারণ না করাটা সৎ কাজের আদর্শে ও অসৎ কাজেরে নষিধেরে অন্তর্গত। কেননা সে শাস্তযোগ্য যতক্ষণ না তওবা করে। যদি তাকে এড়িয়ে চলা যায় যাত করে সে তওবা করে সটো— ভাল। যদি কোন কোন লোক তার পছিনে নামায পড়া ছড়ে দিলে, অন্যরো নামায পড়লে সটো তার উপরে প্রভাব



ফলে যাত করে সে তওবা করে অথবা বরখাস্ত হয় অথবা মানুষ এ জাতীয় গুনাহ থেকে দূরে সরে আসে এবং সে মোক্‌তাদরি জুমা বা জামাত ছুটে না যায় যদি এমন হয় তাহলে এ ধরণে লোকেরে তার পছিনে নামায বর্জন করাতে কল্যাণ আছে। পক্ষান্তরে মোক্‌তাদরি যদি জুমা ও জামাত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে তার পছিনে নামায বর্জন করাটা বদিআত এবং সাহাবায়েরে আমলেরে পরপিন্থী। [আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (২/৩০৭-৩০৮)]। দুই:

ইতপূর্বেরে আলোচনা থেকে জানা যায় যে, যদি কটে কোন খতীবকে বদিআতেরে দকি ডাকে (যেমন যে বদিআতগুলোর কথা আপনি প্রশ্নে উল্লেখ করছেন) অথবা বদিআতেরে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে অথবা দুর্বল ও বানোয়াট হাদসিগুলো উদ্ধৃত করতে শুনতে তদুপরি তার জন্য মসজদি ত্যাগ করা, খোতবা না-শুনা জায়গে হবে না। তবে যদি প্রভাবশালী আলমে হন এবং তিনি অন্য কোন খতীবেরে পছিনে নামায পড়বনে তাছাড়া ইতপূর্বেরে ঐ খতীবকে নসহিত করছেন, সত্যকে তার নকিট সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছেন- তিনি তার পছিনে নামায বর্জন করতে পারনে। যদি তিনি ইতপূর্বেরে তাকে নসহিত না করে থাকেন অথবা অন্য কোন মসজদি তার নামায পড়ার সুযোগ না থাকে তাহলে অগ্রগণ্য মত হচ্ছ- খোতবাকালে মসজদি থেকে বেরিয়ে যাওয়া জায়গে হবে না। তবে যদি এমন হয় যে, এ খতীবেরে পছিনে নামায পড়া জায়গে হবে না এমন পরযায়েরে তাহলে বেরিয়ে যেতে পারনে।

6366 নং প্রশ্নেরে জবাবে আমরা উল্লেখ করছি জুমার নামায়েরে খতীব যদি কোন বিভিন্ন্তরি কথা বলে অথবা কোন বদিআত সাব্যস্ত করে অথবা শরিকেরে দকি আহ্বান করে আমরা সে প্রশ্নেরে জবাবে খোতবার মাঝখানে প্রতবিদ করাকে বধি উল্লেখ করছি। তবে শরত হচ্ছ- মানুষেরে মাঝে বশিখলা সৃষ্টি হতে পারবে না এবং জুমার নামায নষ্ট করা যাবে না। যে ব্যক্তি প্রতবিদ করতে চায় তিনি খোতবা শেষে দাঁড়িয়ে মানুষেরে কাছে খতীবেরে ভুল তুলে ধরবনে। যে ব্যক্তি প্রতবিদ করতে চায় তার উচিত সত্য তুলে ধরা ও সে খতীবেরে সমালোচনার ক্ষতেরে কামল হওয়া। যাত করে মন্দেরে প্রতবিদ ফলপ্রসু হয়। স্থায়ী কমটির আলমেগণকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছে-

যে খতীব তার খোতবার মাঝে অথবা গোটো খোতবা জুড়ে শুধু ইসরাইলী বর্ণনা ও দুর্বল হাদসি উল্লেখ করে এর মাধ্যমে মানুষকে চমকে দিতে চান ইসলামে এর হুকুম কী?

তাঁরা জবাবে বলেন: যদি আপনি সুনিশ্চিতভাবে (ইয়াকীনসহ) জাননে যে, খতীব খোতবার মধ্যে যে ইসরাইলী বর্ণনাগুলো উল্লেখ করছেন সেগুলো ভিত্তিহীন অথবা হাদসিগুলো দুর্বল তাহলে আপনি তাকে নসহিত করুন যেনে অন্য সহহি হাদসিগুলো উল্লেখ করে, আয়াতে কারীমাগুলো নিয়ে আসে। আর যে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জাননে না সটোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে দকি সম্পৃক্ত করবে না। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “দ্বীন হচ্ছ- নসহিত”। হাদসিটা ইমাম মুসলিম তাঁর সহহি গ্রন্থে উল্লেখ করছেন। তবে নসহিত হতে হবে উত্তম পন্থায়; কর্কশ ও কঠনি আচরণেরে মাধ্যমে নয়। আল্লাহ আপনাকে তাওফিক দনি ও আপনাকে কল্যাণেরে ধারক বানান।



শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গাদইয়ান।

ফাতাওয়াল লাজনাহ দায়মি (৮/২২৯-২৩০) সার কথা হচ্ছ- যদি আপনি এমন কোন মসজিদে যতে পারনে যখনে বদিআত নহে, যে মসজিদে খতীব বদিআতের দকিে আহ্বান করে না সটো ভাল। যদি না যতে পারনে অথবা আপনাদেরে নকিটে অন্য কোন মসজিদ না থাকে তাহলে উল্লেখিত কারণে জামাত ও জুমা ত্যাগ করা আপনাদেরে জন্য জায়যে হবে না। আপনাদেরে কর্তব্য হচ্ছ- নসহিত করা ও আল্লাহর দকিে আহ্বান করা। দাওয়াতেরে ভাষা যনে কামেল হয় এবং পদ্ধতি যনে সুন্দর হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা।

আল্লাহই ভাল জাননে।